অন্ধকার সেতু নিয়ে ভোগান্তি বাসিন্দাদের

■ **সমস্যা:** এই সেতুতে আলো বসানোর দাবি দীর্ঘদিনের। *ছবি: নির্মল বসু*

নিজস্ব সংবাদদাতা

বসিরহাট

সন্ধ্যা নামলেই অন্ধকারে ঢেকে যায় সেতু। শুরু হয় দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব। মাদক খাওয়া, জুয়া খেলা— কিছুই বাদ যায় না। পায়ে হেঁটে সেতু পার হওয়া বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। এমন নানা অভিযোগ উঠেছে গৌড়েশ্বর নদীর উপরে হাসনাবাদ ও হিঙ্গলগঞ্জ থানা সংযোগকারী কাটাখালি সেতুটিকে ঘিরে।

বসিরহাট মহকুমার হাসনাবাদ পেরিয়ে হিঙ্গলগঞ্জ হয়ে সুন্দরবন যেতে গেলে দুই থানার সীমানার মধ্যে পড়ে গৌড়েশ্বর নদী। বাম আমলে ওই নদীর উপরে তৈরি হয়েছিল কাঠাখালি সেতু। সেতুর উপর দিয়ে প্রতিদিন সুন্দরবনের বহু মানুষ যাতায়াত করেন। অথচ সেতুটির সংস্কার নিয়ে প্রশাসন উদাসীন। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, সেতুর রেলিং অনেক জায়গায় ভেঙে গিয়েছে। সেতুর উপরে ফুটপাতের স্ল্যাব চুরি গিয়েছে।

গৌড়েশ্বরের পাশ দিয়ে বয়ে পাচারকারীদের আনাগোনা বাড়ে। সেতুর উপরে থাকা আলো ও বিদ্যুতের খুঁটিগুলি গোড়া থেকে কেটে নিয়েছে দুষ্কৃতীরা।

স্থানীয় বাসিন্দা সন্ধ্যা মণ্ডল, ফুলেহারা বিবির কথায়, "সেতুর এক পাশে বাজার। কেনাকাটা করে হেঁটে সেতু পার হলে দুষ্কৃতীদের কটূক্তি শুনতে হয়। প্রতিবাদ করার সাহস পাই না।" স্থানীয় বাসিন্দা রহমান মোল্লা, ফজের আলিরা জানান, মাঝে মধ্যে সেতু সংস্কারের কাজ হতে দেখা যায়। নীল-সাদা রঙের প্রলেপ পড়ে। রেলিং, ফুটপাত মেরামত হয়। কিন্তু অজানা কারণে সেতুর উপরে আলোর ব্যবস্থা করা হয় না।

এলাকায় গিয়ে দেখা গেল, সেতুর উপরে কিছু কিছু জায়গায় মেরামতির কাজ চলছে। তবে আলো লাগানো হবে কিনা, সে কথা কারও জানা নেই। স্থানীয় রহমান মিস্ত্রি, অহাব গাজি জানান, সেতুর উপরে আলোর ব্যবস্থা করা হোক। না হলে দুষ্কৃতীদের তাণ্ডবে গ্রামের মানুষকে বিপদের মধ্যে পড়তে হবে।"

এ বিষয়ে স্থানীয় বিধায়ক দেবেশ

পেট্রল-ডিজেলের দাম কমানোর দাবিতে বিক্ষোভ

নিজস্ব সংবাদদাতা

হাবড়া

পেট্রল-ডিজেলের দাম কমানোর দাবিতে বিজেপির পক্ষ থেকে শনিবার হাবড়া শহরে মিছিল হল। একটি পেট্রল পাম্পের সামনে বিক্ষোভ দেখানো হয়। দলের বারাসত সাংগঠনিক জেলার সহ সভাপতি বিপ্লব হালদার বলেন, "কেন্দ্র পেট্রল-ডিজেলের উপর থেকে সেস কমিয়ে দিয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার না কমানোয় এখানে পেট্রল-ডিজেলের দাম কমছে না। অথচ মদের দাম কমিয়ে দেওয়া হল।"

ন্যাজাটে জল প্রকল্পের উদ্বোধন

ন্যাজাট: পানীয় জলের প্রকল্প চালু হল ন্যাজাট ২ পঞ্চায়েত এলাকায়। একটি শিল্পসংস্থা এবং ক্লাবের যৌথ উদ্যোগে প্রায় ৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে পানীয় জলের প্রকল্প তৈরি হল এলাকায়। শুক্রবার প্রকল্পের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন সমস্থার পদাধিকারী-সহ বিশিষ্টজনেরা। প্রকল্পের মুল উদ্যোক্তা শুভাশিস মণ্ডল বলেন, "স্থানীয় প্রায় ৩০০ পরিবারের জলের চাহিদা পুরণ করতে পারবে এই প্রকল্প।" জল প্রকল্পটির রক্ষণাবেক্ষণের জন্য বছরে প্রায় ৭৭ হাজার টাকা প্রয়োজন। যার ব্যবস্থা সংগঠনের তরফে করা হবে বলে জানান শুভাশিস।

নিজস্ব সংবাদদাতা